



দেশজুড়ে প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে জোর কেন্দ্রের

২০ জুলাই : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, চুরি যাওয়া প্রত্নসম্পদের উদ্ধার এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) দেশের ১৫টি স্থানে খননকাজ চালাচ্ছে। একই সঙ্গে গত পাঁচ বছরে বিদেশ থেকে ৬১৫টি প্রত্নবস্তু ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এএসআই মোট ১২১টি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ২৪টি, ২০২২-২৩ সালে ৩১টি, ২০২৩ সালে ১৯টি, ২০২৪ সালে ২২টি এবং ২০২৫ সালে ২৫টি প্রকল্পের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, বিহার এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে খননকাজ চলছে। চলমান প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বারকা, লোথাল, রাথিগড়ি, অগ্রোহা, এলিফ্যান্টা দ্বীপ, পিপরাহওয়া এবং বলিরাজগড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। এসব খননকার্যে প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, সমাধিক্ষেত্র, মৃৎপাত্র, মুদ্রা, পুঁতি, অলঙ্কার, কৃষি সরঞ্জাম ও অস্ত্র-নির্মিত বস্তু উদ্ধার হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নমুনা পাঠানো হচ্ছে। ব্যয়ের নিরিখে হরিয়ানার রাথিগড়ি প্রকল্পে সর্বাধিক ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। অগ্রোহায় খরচ হয়েছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকারও বেশি এবং গুজরাটের

দ্বারকা প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ কোটি টাকা। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভগুলি থেকে গত পাঁচ বছরে অন্তত ছয়টি প্রত্নবস্তু চুরির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ২০২১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের গোলিস্বেশ্বর মন্দির চত্বর থেকে একটি নন্দী মূর্তি, উত্তরাখণ্ডের দ্বারাহাটের মৃত্যুঞ্জয় মন্দির থেকে একটি শিবলিঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের সিতাগড়া প্রত্নস্থল থেকে বুদ্ধমূর্তি চুরি যায়। ২০২২ সালে কর্ণাটকের মান্ড্য জেলার লক্ষ্মীনারসিংহ মন্দির থেকে গণপতির পাথরের মূর্তি এবং বিহারের পাটনা জেলার দাভিনা গ্রাম থেকে বিষ্ণুমূর্তি চুরি হয়। ২০২৪ সালে তামিলনাড়ুর পাথসারথি ও কৃষ্ণ মন্দির থেকে বিষ্ণুমূর্তি চুরির ঘটনাও সামনে আসে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ছয়টি ঘটনার মধ্যে চারটি ক্ষেত্রে চুরি যাওয়া প্রত্নসম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে কর্ণাটক ও বিহারের দুটি প্রত্নবস্তু এখনও উদ্ধার করা যায়নি। প্রত্নসম্পদ চুরি রুখতে এএসআই-এর নিয়মিত কর্মীদের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ) মোতায়েন করা হয়েছে। কোনও চুরির ঘটনা ঘটলেই এফআইআর দায়েরের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং শুল্ক দপ্তরের কাছে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়, যাতে চুরি যাওয়া বস্তু বিদেশে পাচার না হয়। বিদেশ থেকে প্রত্নবস্তু ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ৬১৫টি প্রত্নবস্তু ভারতে ফিরিয়ে আনা

দ্বিতীয় পাতায়

মোলদোভায় রাষ্ট্রপতির সফর

২০ জুলাই : ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর মোল্দোভা সফর ভারতীয় কূটনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৯২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতি মোল্দোভা সফর করলেন। এই ঐতিহাসিক সফর কেবল একটি আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সফর নয়, বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর, প্রযুক্তিনির্ভর ও বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যকে আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও শক্তিশালী করার একটি সুস্পষ্ট কূটনৈতিক পদক্ষেপ। চিশিনাউয়ে রাষ্ট্রপতি মাইয়া সান্দুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, প্রতিনিধি-স্তরের আলোচনা এবং ভারত-মোল্দোভা বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত সহযোগিতাকে আরও গভীর করার রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছে। ভারত ও মোল্দোভার সম্পর্ক দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পারস্পরিক সম্মান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শান্তি, উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, দ্রুত বিকাশমান ভারতের অর্থনীতি আজ উদ্যোক্তা-শক্তি, ডিজিটাল রূপান্তর, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দক্ষ যুবসমাজের উপর নির্ভর করে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে সংযুক্তি, সংস্কারমুখী নীতি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মোল্দোভা ভারতীয় শিল্প ও বিনিয়োগের জন্য একটি সম্ভাবনাময় অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারত-মোল্দোভা বিজনেস ফোরামে রাষ্ট্রপতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে ভবিষ্যতের অর্থনীতি প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির উপর নির্ভর করবে। সেই লক্ষ্যেই ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, ফিনটেক, ডিজিটাল পাবলিক



ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি, উন্নত উৎপাদন, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়োটেকনোলজি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং লজিস্টিক্সের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষত সৌরশক্তি, ব্যাটারি স্টোরেজ, স্মার্ট গ্রিড এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রকল্পে ভারতীয় সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের আগ্রহ ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক সবুজ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু মোল্দোভার শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের ভারতের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, স্বচ্ছ নীতি এবং দ্রুত বর্ধনশীল বাজারের সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকেও মোল্দোভায় বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। তাঁর মতে, ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহযোগিতাই দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দীর্ঘমেয়াদে সুসংহত করবে এবং নতুন উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের রাষ্ট্রনেতারা কৃষি, স্বাস্থ্য, ওষুধ শিল্প, অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য শক্তি, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবন এবং লজিস্টিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে একমত হন। এছাড়াও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নকেও ভারত এই অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করেছে। রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে মোল্দোভার পেশাজীবীদের জন্য ভারতের আইটিসি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

দ্বিতীয় পাতায়

জ্বালানি নিরাপত্তায় নতুন দিগন্ত

শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের পথে কৌশলগত বিনিয়োগ

২০ জুলাই : একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-অর্থনীতিতে জ্বালানি কেবল উৎপাদনের উপাদান নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের কৌশলগত সক্ষমতা, শিল্পশক্তি এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অন্যতম ভিত্তি। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই ভারত সরকার দেশীয় কয়লা সম্পদকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মূল্য সংযোজনমূলক শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করার যে দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণ করেছে, তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠেছে ৩৭,৫০০ কোটি টাকার ‘সারফেস কোল/লিগনাইট গ্যাসিফিকেশন’ কর্মসূচি। সোমবার কয়লা মন্ত্রকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রি-অ্যান্লিকেশন সম্মেলনে সরকারি সংস্থা, বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠী, প্রযুক্তি-উদ্ভাবক এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভারতের জ্বালানি রূপান্তরের এই অভিযাত্রাকে শিল্পমহল দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছে। ১৩ মে ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনপ্রাপ্ত এই প্রকল্পের দর্শন কেবল কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধি নয়; বরং দেশীয় কয়লাকে উচ্চমূল্যের শিল্পকাঁচামালে রূপান্তরের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। কয়লা গ্যাসিফিকেশন প্রযুক্তির সাহায্যে সিন্থেটিক ন্যাচারাল গ্যাস, অ্যামোনিয়া, মিথানল, ডাইইস্টে রিডিউসড আয়রন, সিন্থেটিক জ্বালানি এবং বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সরকারের অনুমান, এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ২.৫-৩ লক্ষ কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হতে পারে, বছরে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন টন কয়লার মূল্য সংযোজন সম্ভব হবে এবং প্রায় ৫০ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে শক্তি ও রাসায়নিক পণ্যের আমদানি হ্রাস পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পথও সুগম হবে। জাতীয় কয়লা গ্যাসিফিকেশন মিশনের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন গ্যাসিফিকেশন সক্ষমতা গড়ে তোলা। বর্তমানে প্রায় ২২.৬ মিলিয়ন টন বার্ষিক সক্ষমতা

কার্যকর অথবা বাস্তবায়নধীন। নতুন ৩৭,৫০০ কোটির প্রকল্প কার্যকর হলে অতিরিক্ত প্রায় ৭৫ মিলিয়ন টন সক্ষমতা যুক্ত হবে, যা জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার আর্থিক প্রণোদনাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। পূর্ববর্তী ৮,৫০০ কোটির প্রকল্পে যেখানে মূলধনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে নতুন প্রকল্পে যোগ্য প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার সুযোগ রাখা হয়েছে। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানি-নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে কেন্দ্র একাধিক কার্ঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে। বাণিজ্যিক কয়লা খনি নিলাম, শতভাগ স্বয়ংক্রিয় বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অনুমতি, সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা, খনি উন্নয়নের নির্ধারিত সময়সীমা হ্রাস, কয়লা গ্যাসিফিকেশন ও তরলীকরণে বিশেষ প্রণোদনা এবং নীতিগত উদারীকরণ দেশীয় উৎপাদনে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক খনি নিলামের মাধ্যমে ১৩২টি কয়লা ব্লক বরাদ্দ হয়েছে; তার মধ্যে ২৩টি খনি উৎপাদনের অনুমতি পেয়েছে এবং ১৫টি থেকে ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই অগ্রগতি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করার দিকেই ইঙ্গিত করে। উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণেও সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৩৯টি ‘ফাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি’ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৭২টি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। একই সঙ্গে রেল অবকাঠামোর সম্প্রসারণ, যান্ত্রিক লোডিং ব্যবস্থা, রেল-সমুদ্র-রেল পরিবহণ, উপকূলীয় নৌপথ এবং সমষ্টিগত কয়লা লজিস্টিক্স পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবহণ ব্যয় হ্রাস ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিক দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ অব্যাহত

রয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট কয়লা পরিবহণের ৭৫ শতাংশ রেলপথের মাধ্যমে সম্পন্ন করা। শিল্পায়নের পাশাপাশি পরিবেশগত দায়বদ্ধতার বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খনি এলাকায় বৃহৎ পরিসরে বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার, ইকো-পার্ক নির্মাণ, ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ খনির প্রসার, বৈজ্ঞানিকভাবে খনি বন্ধকরণ এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর বহুমুখী উদ্যোগ এই নীতির অংশ। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আইনসম্মত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং স্বচ্ছ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জ্বালানি অর্থনীতির বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান বিশ্বে সম্পদের প্রাচুর্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই সম্পদের প্রযুক্তিনির্ভর মূল্য সংযোজন। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কয়লা ভাণ্ডারের অধিকারী হলেও দীর্ঘদিন ধরে সার, রাসায়নিক এবং বিশেষ জ্বালানির ক্ষেত্রে আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল। কয়লা গ্যাসিফিকেশন প্রযুক্তির বিস্তার সেই নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় সম্পদকে উচ্চমূল্যের শিল্পসম্পদে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে ইস্পাত, সার, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য কৌশলগত শিল্পে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভারতের শিল্পভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। সামগ্রিকভাবে এই উদ্যোগ কেবল একটি কয়লা প্রকল্প নয়; এটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, শিল্প বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তাকে সমন্বিত করে গড়ে ওঠা একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় অর্থনৈতিক কৌশল বলেই অভিহিত দেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক শিল্পায়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতের যে রূপরেখা নির্মিত হচ্ছে, কয়লা গ্যাসিফিকেশন কর্মসূচি তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

টোটোর রমরমায় ধাক্কা সরকারি বাসে

২০ জুলাই : মানিকচকের ভূতনি অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত কোনও পরিবহন পরিষেবা গড়ে ওঠেনি। সোমবার বিধানসভায় এই এলাকায় নতুন বাস পরিষেবা চালুর দাবি জানান মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। তাঁর দাবিকে নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়ে পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট করেন, নতুন বাস পরিষেবা চালু হলেও সরকারি সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিধানসভায় একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, রাজ্যে ছোট বৈদ্যুতিক যান, বিশেষত টোটোর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় সরকারি বাস পরিষেবা ক্ষতির মুখে পড়েছে। অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে টোটোর এই রমরমার নেপথ্যে কাটমানির রাজনীতি কাজ করেছে। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি টোটোর অনুমোদনের ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাটমানি আদায় করা হতো। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় টোটোর সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার উপরও। প্রসঙ্গত, মালদা জেলার চাঁচল মহকুমায় সরকারি পরিবহণের সীমাবদ্ধতা বহুদিনের। মালদা-চাঁচল রুটে সকালবেলায় নিত্যযাত্রীদের ভিড়

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারতের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ আজ যুবসমাজ। এই বিপুল জনশক্তিকে উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করতে না পারলে জনমিতিক সুবিধা দ্রুতই বোঝায় পরিণত হতে পারে। সেই কারণেই ‘স্কিল ইন্ডিয়া মিশন’ কেবল একটি সরকারি প্রকল্প নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, জন শিক্ষণ সংস্থান, জাতীয় শিক্ষানবিশ উন্নয়ন প্রকল্প এবং আইটিআই-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেন্দ্রে যে দক্ষতা উন্নয়নের পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল, বর্তমান পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, ড্রোন প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা ও সবুজ প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আগামী দশকে কর্মসংস্থানের চরিত্র দ্রুত বদলাবে। অনেক প্রচলিত পেশা বিলুপ্ত হবে, আবার নতুন নতুন দক্ষতার চাহিদা তৈরি হবে। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শিল্প প্রতিনিধিদের পাঠ্যক্রম তৈরিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষানবিশ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগও ইতিবাচক। তবে কেবল প্রশিক্ষণের সংখ্যা বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না। এক কোটির বেশি মানুষ প্রশিক্ষিত হলেও তাঁদের কতজন স্থায়ী ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান পাচ্ছেন, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। পিএমকেটিওয়াই ৪.০-এ কর্মসংস্থানের তথ্য আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ না করার সিদ্ধান্ত

ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আয়, কাজের মান এবং দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত অগ্রগতির ওপর আরও স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ জরুরি। এখানে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গও উঠে আসে। বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আরও গুরুত্ব না দিলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুফল সীমিত থাকবে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, স্টার্ট-আপ এবং স্থানীয় উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সম্পর্ক আরও নিবিড় করা প্রয়োজন। তবেই দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদনশীলতার বাস্তব যোগসূত্র তৈরি হবে। সারা দেশে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আঞ্চলিক বৈষম্য। মহানগর ও শিল্পাঞ্চলের তুলনায় বহু গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও মানসম্মত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো এবং শিল্প সংযোগের অভাব রয়েছে। ডিজিটাল হাব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কিংবা নতুন আইটিআই নির্মাণের পরিকল্পনা তখনই সফল হবে, যখন তা বাস্তব স্তরে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণ-তরুণীদের কাছে পৌঁছাবে। দক্ষতা উন্নয়ন কোনও এককালীন কর্মসূচি নয়; এটি একটি চলমান সামাজিক বিনিয়োগ। ভারতের অর্থনীতি যদি সতিই উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রবৃদ্ধির পথে এগোতে চায়, তবে দক্ষ মানবসম্পদই হবে তার সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই পরিসংখ্যানের সাফল্যের বাইরে গিয়ে স্কিল ইন্ডিয়াকে এমন এক ব্যবস্থায় পরিণত করতে হবে, যা প্রত্যেক যুবক-যুবতীর জন্য সম্মানজনক জীবিকা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা গড়ে দিতে পারে।

হরমুজ সংঘাতের নয়া অধ্যায়

২০ জুলাই: ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সোমবার সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণার কথা জানিয়েছে। এর ফলে ইরান-আমেরিকা সংঘাত নতুন মাত্রা পেল এবং উপসাগরীয় অঞ্চল ছাড়িয়ে বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরও বড়সড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। হুথিদের সামরিক শাখা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সৌদি আরবের বিরুদ্ধে “চোখের বদলে চোখ” নীতির ভিত্তিতে অবিলম্বে একটি সামুদ্রিক অবরোধ কার্যকর করা হচ্ছে। ইয়েমেনের উপর সৌদি আরব যে “অন্যায় ও নিপীড়নমূলক অবরোধ” চাপিয়ে দিয়েছে, তারই জবাব হিসেবে এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেছে তারা। যদিও রিয়াদের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিশ্লেষকদের মতে, হুথিরা যদি বাব-এল-মাস্দের প্রণালী পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়, তবে বিশ্বব্যাপী তেলের সরবরাহ প্রায় ৭ শতাংশ কমে যেতে পারে। কারণ, সৌদি আরবের অধিকাংশ তেল রফতানি এই জলপথের উপর নির্ভরশীল। ইতিমধ্যেই হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে চলা সংঘাতের জেরে বিশ্ব তেল সরবরাহের প্রায় ১০ শতাংশ ব্যাহত হয়েছে। এর মধ্যেই কূটনৈতিক স্তরে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টাও চলছে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, মধ্যস্থতাকারীরা ভেহরানের কাছে নতুন কিছু প্রস্তাব পেশ করেছে। রয়টাসকে এক ইরানি আধিকারিক জানিয়েছেন, অসম্ভবতী চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দশ দিনের যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব ইরান পেয়েছে। তবে সেই প্রস্তাবের বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি। পাকিস্তানের সরকারি সূত্রের দাবি, ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসকান্দার মোমেনি ইসলামাবাদকে ফের মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিকে, টানা নবম দিনের মতো ইরানে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড জানিয়েছে, ইরানের সামরিক সক্ষমতা এবং বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ক্ষমতা নষ্ট করাই এই অভিযানের লক্ষ্য। পাল্টা হিসেবে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জর্ডনের আকাবা বিমানবন্দর,

কুয়েতের আল-আদিরি শিবির এবং আলি আল-সালাম বিমানঘাঁটি-সহ মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্র হামলার দাবি করেছে। অন্যদিকে, আইআরজিসি জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে “অনিরাপদ পথ” ব্যবহার করে যাওয়ার সময় দুটি তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বা জাহাজগুলির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। একই সময়ে ওমান উপকূলের কাছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ অজ্ঞাত উৎসের ক্ষেপণাস্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটেনের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সংস্থা। সংঘাতের প্রভাব পড়েছে উপসাগরীয় দেশগুলির নাগরিক পরিকাঠামোর উপরও। কুয়েত সরকার জানিয়েছে, রবিবার টানা দ্বিতীয় দিনের জন্য একটি লবণমুক্তকরণ কেন্দ্রে হামলা হয়েছে, যার ফলে সেখানে আশ্রন লেগেছে। মরুপ্রধান উপসাগরীয় অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের পানীয় জলের প্রধান উৎস এই ধরনের পরিকাঠামো। এদিকে, হামাসের নেতৃত্বেও বড় পরিবর্তন এসেছে। সংগঠনটি সোমবার জানিয়েছে, খালিল আল-হাইয়াকে তাদের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ইজরায়েলি বাহিনীর অভিযানে নিহত ইয়াহিয়া সিনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। বিশ্লেষকদের মতে, হামাসের শীর্ষ আলোচক ও গাজার নির্বাসিত প্রধান হিসেবে পরিচিত আল-হাইয়ার নির্বাচন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে সংগঠনটি নিরস্ত্রীকরণের আন্তর্জাতিক দাবি মানতে রাজি নয় এবং ইরান-ঘনিষ্ঠ “অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স” জোটের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধের জেরে গাজায় এখনও পর্যন্ত ৭৩ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দাবি। অন্যদিকে, হামাসের হামলায় ইজরায়েলে প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জন অপহৃত হয়েছিলেন। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও গাজার ৬০ শতাংশের বেশি এলাকা এখনও ইজরায়েলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

নজরদারিতে পাইমানা

২০ জুলাই : দেশের বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্র সরকার। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তথা সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী রাও ইন্দরজিৎ সিং। মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৫০ কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যয়-সম্পন্ন চলমান কেন্দ্রীয় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য ‘প্রজেক্ট অ্যাসেসমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মনিটরিং অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স ফর নেশন-বিল্ডিং’ বা ‘পাইমানা’ নামে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) এবং তথ্যপ্রবেশ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে এই পোর্টালে প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করে। সরকারের দাবি, ‘পাইমানা’ পোর্টালে উন্নত তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফলভিত্তিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের জন্য পৃথক ড্যাশবোর্ডের ব্যবস্থা রয়েছে, যা উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে।

প্রকল্পগুলিতে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ আলাদা হলেও জমি অধিগ্রহণ, বন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র, আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত জটিলতা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা স্থানান্তর এবং নির্মাণকাজে বিলম্বই প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা হচ্ছে।

একই সঙ্গে, সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও নির্ভুল করে তুলতে জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (এনএসও) ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় এখন ‘কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড পার্সোনাল ইন্টারভিউিং’ (ক্যাপি) পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। হাতে ধরা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, তাৎক্ষণিক তথ্য যাচাই, কেন্দ্রীয় সার্ভারের মাধ্যমে নজরদারি, জিপিএস-ভিত্তিক চিহ্নিতকরণ এবং সুরক্ষিত ডিজিটাল তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

মন্ত্রকের বক্তব্য, নমুনা নির্বাচন, সমীক্ষা পরিচালনা, তথ্য যাচাই এবং তথ্যপ্রক্রিয়াকরণের মতো বিভিন্ন ধাপ স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় তথ্যের গুণগমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারি রিপোর্ট প্রকাশের সময়ও কমেছে।

সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতিতে প্রশাসনিক তথ্যভাণ্ডারের ব্যবহারও বাড়ানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কর্পোরেট পরিষেবা ক্ষেত্রের বার্ষিক সমীক্ষার জন্য জিএসটিএন তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমীক্ষায় ২০১১ সালের জনগণনার গ্রাম নির্দেশিকা কাজে লাগানো হচ্ছে। শিল্প সমীক্ষার ক্ষেত্রে কারখানা পরিদর্শকদের নথি এবং বেসরকারি কর্পোরেট বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমীক্ষায় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরিসংখ্যানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশিকা অনুসরণ করে ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসেসসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক’ (এসকিউএএফ) তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, তথ্যের উপস্থাপনা ও অনুসন্ধান সহজ করতে ‘ন্যাশনাল মেটাডেটা স্ট্রাকচার ২.০’ এবং একটি বিশেষ মেটাডেটা ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৩টি মন্ত্রক ও বিভাগের ২৮৭টি তথ্যভাণ্ডার নিয়ে একটি সমন্বিত তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

সরকারি তথ্যের সহজলভ্যতা বাড়াতে পরিসংখ্যান মন্ত্রক ‘ই-সাংখ্যিকী’ পোর্টাল চালু করেছে। এই পোর্টালে বর্তমানে ২৯টি পরিসংখ্যানভিত্তিক পণ্য, ৯১৩টি তথ্যভাণ্ডার এবং ১৩ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া, ১৮৯টিরও বেশি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার তথ্য নিয়ে মাইক্রোডেটা পোর্টালকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে।

মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, সরকারি পরিসংখ্যানের প্রচার ও প্রসারের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট, ইন্টারঅ্যাক্টিভ ড্যাশবোর্ড এবং ‘গোআইস্ট্যাট’ মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম, টেলিভিশন, বোতার, সামাজিক মাধ্যম, সংসদ রিভিটির পডকাস্ট, ‘মাইগভ’ প্ল্যাটফর্ম, তথ্যচিত্র এবং ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমেও সরকারি তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

পরিসংখ্যান মন্ত্রক নিয়মিতভাবে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং শিল্প উৎপাদন সূচকের (আইআইপি) মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচক প্রকাশ করে। পাশাপাশি শ্রম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-র জন্য জাতীয় সূচক কাঠামোর পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা হিসেবেও কাজ করছে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গসমতা এবং পরিবেশ-সহ নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্যের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

সফর

প্রথম পাতার পরে

পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাইবার কুটনীতি বিষয়ে ভারতের ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটে বিশেষ প্রশিক্ষণে মোন্দোভার কুটনীতিকদের অংশগ্রহণেরও আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি জ্ঞানভিত্তিক কুটনীতি এবং প্রযুক্তিনির্ভর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বেরই প্রতিফলন। জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ভারত তার নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে পরিচয় আরও সুদৃঢ় করেছে। চিশিনাউ থেকে রোমানিয়া পর্যন্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণে ভারতীয় সংস্থার অংশগ্রহণ ইউরোপে ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অবকাঠামো নির্মাণে সক্ষমতারও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বহন করবে।

টোটোর রমরমায়

প্রথম পাতার পরে

থাকলেও বর্তমানে ওই রুটে মাত্র একটি সরকারি বাস চলাচল করে। ফলে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে যাত্রীদের একাধিক যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হয়। টোটো ও অন্যান্য ছোট গাড়িই হয়ে উঠেছে তাঁদের প্রধান ভরসা। অন্যদিকে, মালদা-সামসী-হরিচন্দ্রপুর রুটে সকালবেলায় মাত্র দুটি ট্রেন চলাচল করে। ফলে বহু যাত্রী ট্রেনে সামসী পৌঁছে সেখান থেকে টোটো বা অটোর সাহায্যে নিজেদের কর্মস্থলে যান। সরকারি পরিবহণের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিদিনই সমস্যার মুখে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।

এদিন পুলকার নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর দাবি, রাজ্যের অধিকাংশ পুলকারই প্রয়োজনীয় পারমিট ছাড়াই চলছে। দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, কোনও অগ্নীতিকর ঘটনা ঘটলে যাত্রীদের বীমা সংক্রান্ত সুরক্ষা পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে। কীভাবে বিনা পারমিটে এত সংখ্যক পুলকার চলাচলের অনুমতি পেল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে, অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দেন মন্ত্রী। আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার প্রবণতারও সমালোচনা করেন অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা মানে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সম্পদই নষ্ট করা। দলমত নির্বিশেষে সকলের উচিত বাসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা ইট ছোড়ার মতো ঘটনা রোধ করা। এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করা গেলে রাজ্যে সরকারি বাস পরিষেবা আরও সম্প্রসারণ করা সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।



বৃষ্টি মিগেটসে আজকের ছবি এক পশলার পরে অর্থা চট্টোপাধ্যায়ের তোলা

প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে

প্রথম পাতার পরে

হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালেই আমেরিকা থেকে সর্বাধিক ২৯৭টি প্রত্নবস্তু ফেরত এসেছে। এছাড়া আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, ইতালি, কানাডা এবং থাইল্যান্ড থেকেও বহু প্রত্নসম্পদ দেশে ফিরেছে। এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় বিদেশ মন্ত্রক এবং বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদিকে, সংস্কৃতি মন্ত্রকের ‘জ্ঞান ভারতম’ পোর্টালে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে এই পোর্টালে মোট ৮৮ হাজার ৮২০টি পাণ্ডুলিপির তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা

৮৩ হাজার ৪৫টি, তালপাতার পাণ্ডুলিপি ৫ হাজার ৭৭২টি এবং ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপি রয়েছে মাত্র তিনটি। পাচঁমেটে লেখা কোনও পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পোর্টালে নথিভুক্ত নেই। মন্ত্রক জানিয়েছে, পাণ্ডুলিপিগুলির সময়কাল নির্ধারণ একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণামূলক প্রক্রিয়া। প্রতিটি পাণ্ডুলিপির ভাষা, লিপি ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণ করা হচ্ছে। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।



দল বদলু

(আগামী সংখ্যায়)